সংবাদ

24 MAR 2008

মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে

রীতা ভৌমিক

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার আজিমপুর গ্রামের মেয়ে রিনা আক্তার। সিংগাইর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে ওঠার পরই তার বিয়ে হয়ে যায়। রিনার মতে, বিদেশে চাকরিরত পাত্রের প্রস্তাব কিছুতেই তার অভিভাবক হাতছাড়া করতে চাইলেন না। প্রতিটি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার পরও শুধু মেয়ে হওয়ার কারণে তাদের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। এরপরও বিয়ের পর স্বামীকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা জানায়। কিন্তু বিয়ের পর বউ পড়াশোনা করবে, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় স্বজন তা মানতে নারাজ। পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল। আর লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন তার স্বপ্নই হয়ে রইল।

গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকার প্রদেয় উপবৃত্তি প্রদান করার পরও বেশির ভাগ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের চিত্র একই রকম। এ সম্পর্কে মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ফারজানা ফেরদৌস জানালেন, গ্রামের মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা রয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেই সব ছাত্রী বছরে দু'বার ছয় মাস পর পর উপবৃত্তি পায়।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে উপবৃত্তি পেতে হলে একজন ছাত্রীকে শতকরা ৭৫ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত এবং পরীক্ষার ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৪০৫ নম্বর পেতে হবে। নবম ও দশম শ্রেণীতে উপবৃত্তি পেতে হলে একজন ছাত্রীকে শতকরা ৭৫ দিন উপস্থিত এবং পরীক্ষার ৯০০ নম্বরের মধ্যে ৪৫০ নম্বর পেতে হবে। অর্থাৎ বিষয়ানুযায়ী শতকরা ৪৫ নম্বর পেলেই সে উপবৃত্তি পাবে। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ১৫০ টাকা, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ১৮০ টাকা, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ২১০ টাকা, নবম শ্রেণীর ছাত্রী প্রথমবার ৬১০ টাকা উপবৃত্তি পায়। এছাড়া ফেস ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষার টেস্টে নির্বাচিত হয় তাদের ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য সরকার ১ হাজার টাকা প্রদান করে।

সরকার গ্রামের মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর হার বাড়ানোর জন্য উপবৃত্তি প্রদানের ফলেও কেন ঝরে পড়ছে জানতে চাইলে এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, গ্রামের অভিভাবকদের তাদের কন্যাসন্তান নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কম। অভিভাবকদের এই মনোভাবের কারণে মেয়েটি মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে হতাশা কাজ করে। এতে সে আশানুরূপ ফল করতে পারে না। অনেক সময় এও দেখা যায়; ছাত্রীটির এসএসসিতে এ প্লাস বা এ পাওয়ার কথা থাকলেও মাঝখানে ভাল পাত্র পাওয়ার কারণে অভিভাবক তার পড়া বন্ধ করে জোরপূর্বক বিয়ে দিয়ে দেয়। বাল্য বিয়ের কারণে মেয়েটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে।

ব্যানবেইসের ২০০৩ এর সূত মতে, বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দক্ষতার ফলাফলে দেখা যায়, লেখাপড়া সম্পন্ন করেছে শতকরা ১৬.৫৭ জন, ঝরে পড়েছে শতকরা ৮৩.৪৩ জন, পড়ালেখা অব্যাহত রেখেছে শতকরা ৪৯.৩৮ জন শিক্ষার্থী। ছাত্রদের মধ্যে পড়ালেখা সম্পন্ন করেছে শতকরা ১৯.৫৩ জন, ঝরে পড়েছে শতকরা ৮০.৪৭ জন, পড়ালেখা অব্যাহত রেখেছে শতকরা ৫০.৭৫ জন। অন্যদিকে ছাত্রীদের মধ্যে পড়ালেখা সম্পন্ন করেছে শতকরা ১০.৭৪ জন, ঝরে পড়েছে শতকরা ৮৬.২৬ জন এবং পড়ালেখা অব্যাহত রেখেছে শতকরা ৪৮.৩০০।

ব্যানবেইসের এই জরিপে দেখা যায়, তুলনামূলকভাবে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পড়ালেখা সম্পন্ন করার হার কম। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার বেশি এবং বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হারও কম। ২০০৩ সালের ব্যানবেইসের আরেকটি সূত্রে জানা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর (যাদের বয়স ১১ থেকে ১৫) সংখ্যা ১ কোটি ৭৯ লাখ ৮০ হাজার ৮১৭ জন। এদের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৮৯ লাখ ১৬ হাজার ৩২ জন।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরিচালক অধ্যাপক খোরশেদ আলমের মতে, বর্তমান শিক্ষার মান এখনও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন, পরিবীক্ষণের অভাব রয়েছে। শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা অর্থাৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। দেখা যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শতকরা ৪৮ ভাগ আর বাকি শতকরা ৫২ ভাগ শিক্ষকই প্রশিক্ষণহীন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে উপবৃত্তির কারণে যে মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসে অনেকাংশে তাদের কাম্যমান সন্তোষজনক নয়। ফলে আমাদের শিক্ষার গুণগত মান নিম্নগামী। তবে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম শুরু করেছে এর মধ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধনের কার্যক্রম চলছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. দ্বিজেন্দ্র রহমান বলেন, গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি ফলাফলে দেখা যায় মেয়েদের পাসের হার ছেলেদের চেয়ে কম। এর পেছনে কারণও আছে মধ্যবিত্ত পরিবারের মনস্যানসিকতা ছেলেরা সংসারের হাল ধরবে আর মেয়েটি বিয়ের পর সংসারের দায়িত্ব নেবে। এজন্য অভিভাবক মেয়েটিকে পড়াতে অর্থ ব্যয় করে না। মফস্বল এলাকায় একটি ছেলে হেঁটে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে মেয়েটিকে রিকশায় যেতে হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে যাতায়াত বাবদ গ্রামের শিক্ষা খরচ বেশি হয়। এর চেয়ে যে বিষয়টিকে অভিভাবক বেশি গুরুত্ব দেন তা হলো মেয়েটির নিরপত্তা। গ্রামের একটি মেয়েকে একা বিদ্যালয়ে পাঠাতে অভিভাবক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এ সমস্যাগুলো থেকে অভিভাবকদের বের করে আনতে হলে রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে গ্রামের জনগণের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

পরিবারের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ শিশুদের শিক্ষা ও উন্নয়নের শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে প্রচার করতে হবে। গ্রামের রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় মেয়েদের উত্যক্ত করা এবং নারী নির্যাতন সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যথাযথ প্রয়োগ করে মেয়েদের স্বাভাবিক চলাফেরা নিশ্চিত করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষায় অধিক হারে মেয়েরা শিক্ষিত হলে সে যখন মা হবে তখন পরিবারের প্রত্যেক শিশুকে সেই শিক্ষিত মা স্কুলে পাঠাবেন। পূরণ হবে আমাদের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা'। শিশুরা শিক্ষিত হলে গড়ে উঠবে একটি জাতি, বিদূরিত হবে নিরক্ষরতার অভিশাপ।